দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAR 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৭

07

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

.... শিক্ষামন্ত্রী

রেজানুর রহমান [illegible] সরকার

এস এস সি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত-

(১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

মূলক শাস্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রী এ,এস, এইচ কে সাদেক গতকাল (সোমবার) কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের সহিত মতবিনিময়কালে বলিয়াছেন, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন,

কক্সবাজারের চকোরিয়া এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কর্তব্যরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। প্রশ্নফাঁসের সার্বিক দিক তদন্তের জন্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা তদন্ত চালাইতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত একটি তদন্ত কমিটিও তদন্ত কার্য

অব্যাহত রাখিয়াছে। ৫টি বোর্ডের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ করিয়া যাইতেছে। আশা করা যায় অচিরেই দোষী ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাবলী যাচাই

না করিয়াই একটি মহল এই ব্যাপারে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করিয়াছে। মন্ত্রী স্বীকার করেন কক্সবাজার ও ময়মনসিংহের দুইটি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ না করায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, তবে হুবহু প্রশ্নপত্রের কপি কোথাও পাওয়া যায় নাই। একটি বিশেষ চক্র এসএসসি পরীক্ষা শুরুর পর প্রশ্ন-পত্রের নমুনা কপি ফাঁস করিতে শুরু করে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চকোরিয়া ও হালুয়াঘাটের ঘটনাকে কেউ কেউ 'অনবধানতা' বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা মোটেই ভুল নয়। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভিন্ন দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিলি করা হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন পাল্টানোর চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। '৯৮ সালের এস এস সি ও এইচ এসসি পরীক্ষায় এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের পাতা কাটার ব্যাপারে আগ্রহ না থাকে।

গতকাল (সোমবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক জরুরী সভায় এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও স্থগিত ইংরেজী পরীক্ষা নিয়া আলোচনা করা হয়। দীর্ঘ এই বৈঠকে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন, সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা শেষ পর্যন্ত জটিল হইয়া উঠে নাই। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে নূতন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া অংক পরীক্ষা গ্রহণ করার ফলে সম্ভাব্য বিপর্যয় কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। সভায় আগামীতে পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন পাল্টানো, প্রশ্ন ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা বিজি প্রেস ও প্রশ্নপত্র মডারেট প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রাখিতেছি। কড়া নিরাপত্তা বহাল রাখিয়া বিজি প্রেসের বাহিরে বিকল্প ব্যবস্থায় প্রশ্ন ছাপানো যায় কিনা এই ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হইতেছে।